জেলা পর্যায়ে সন্ধানী ও জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাফল্য

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ও জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৩ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গাংনীর সন্ধানী ও জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নানা সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হলো।

আজ বুধবার সকালের দিকে জেলাপ্রশাসক মোঃ আজিজুল ইসলাম তাঁর সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ স্কাউট, শ্রেষ্ঠ গার্লস গাইড, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সাংস্কৃতিক ইভেন্টে শ্রেষ্ঠদের মাঝে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও প্রাইজমানি প্রদান করেন।

এবছর মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কলেজ পর্যায়) নির্বাচিত হয়েছে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ, গাংনী, শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান (মাধ্যমিক পর্যায়) নির্বাচিত হয়েছে মোঃ হাবিবুর রহমান, অধ্যক্ষ, সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ, গাংনী, শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী (মাধ্যমিক পর্যায়) নির্বাচিত হয়েছে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের ৮ম শ্রেণির আতকিয়া ফাইজা, কলেজ পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী হয়েছে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির জান্নাতুস ছামানিয়া ছোঁয়া, শ্রেষ্ঠ গালর্স গাইড শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছে শুকেশ চন্দ্র বিশ্বাস, সহকারী শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ গালর্স গাইড লিডার নির্বাচিত হয়েছে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের ৮ম শ্রেণির আতকিয়া ফাইজা, শ্রেষ্ঠ গালর্স গাইড গ্রুপ নির্বাচিত হয়েছে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের গালর্স গাইড গ্রুপ, বাংলা রচনায় ১ম হয়েছে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির মোছাঃ হালিমা খাতুন, ইংরেজি বক্তব্যে ১ম হয়েছে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির সানজিদা আক্তার যুথি, খ গ্রুপে একক বিতর্কে ১ম হয়েছে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের ৯ম শ্রেণির উম্মে জুমাইল জান্নাত, গ গ্রুপে একক বিতর্কে ১ম হয়েছে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির হালিমা খাতুন, তাৎক্ষণিক অভিনয়ে ১ম হয়েছে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির মোছাঃ হালিমা

খাতুন এবং নজরুল সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান ও লোকগীতিতে ১ম হয়েছে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির জান্নাতুস ছামানিয়া ছোঁয়া।

বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় জেলার ৮ জন সেরা মেধাবী ছাত্রাছাত্রী নির্বাচিত হয়েছে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে। জেলা পর্যায়ে ৮ জন সেরা মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা হলো- দৈনন্দিন বিজ্ঞানে ৭ম শ্রেণির লাইবা জামান, ১০ম শ্রেণির জ্যুয়িনা ইসলাম ও ১২শ শ্রেণির নাজমুস সাকিফ গণিত ও কম্পিউটারে ৮ম শ্রেণির মুবিনা ইসলাম ও দ্বাদশ শ্রেণির নাজমুস সাকিফ, ভাষা ও সাহিত্যে ৯ম শ্রেণির উম্মে জুমাইল জান্নাত ও ১২শ শ্রেণির জয়া আফরিন মিষ্টি এবং বাংলাদেশ স্টাডিজে ১২শ শ্রেণির ইফ্ফাত নওশীন রাকা। বিজয়ী ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকমন্ডলীকে সন্ধানী সংস্থার পক্ষ থেকে অভিনন্দন।

“জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৩” প্রতিযোগিতায় জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাধ্যমিক)-সহ ০৯টি ইভেন্টে প্রথম স্থান অধিকার করেছে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

এছাড়াও জেলার শ্রেষ্ঠ স্কাউটস দল নির্বাচিত হয়েছে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্কাউটস দল।

১.হামদ নাত:ক গ্রুপে রুহানি ইসলাম ফারিন(শ্রেণি:৮ম) ২. ইংরেজি রচনা: ক গ্রুপে সোহানুর রহমান (শ্রেণি: ৮ম) ৩. ইংরেজি রচনা: খ গ্রুপে হাসিনা খাতুন (শ্রেণি:১০ম) ৪. জারী গান: খ গ্রুপে উলমাতুন নেছা পূর্ণিমা ও তার দল ৫. দেশোত্মবোধক গান: (ক) গ্রুপ:কামিনি (৬ষ্ঠ) ৬. রবীন্দ্রসংগীত: (খ) গ্রুপ: সোনিয়া (শ্রেণি: ১০ম), ৭.উচ্চাঙ্গ সংগীত: (ক) গ্রুপ: মার্দিয়া জামান মমো (শ্রেণি: ৮ম) . উচ্চাঙ্গ সংগীত: (খ) গ্রুপ: উলমাতুন নেছা পূর্ণিমা (শ্রেণি: ১০ম) ৯. লোকসংগীত: (ক) গ্রুপ: সামিউল ইসলাম (শ্রেণি: ৬ষ্ঠ)।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাসসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক পরিদর্শনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার

গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া নীলকুঠিতে নির্মীত জেলা প্রশাসক ইকোপার্কের উন্নয়নে পার্ক পরিদর্শন করেছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু। মঙ্গলবার সকাল দশটার দিকে পার্ক পরিদর্শন করেন তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর মেহেরপুরের ব্যবস্থাপক এসএম কামাল,পার্ক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সাংবাদিক ও মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক আকতারুজ্জামনসহ পার্কের ব্যবসায়ীবৃন্দ।

পার্কের সীমানা প্রচীরের অভ্যন্তরে সৌন্দর্য বর্ধন ও দৃষ্টি নন্দনের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ,বনজ ও ঔষধি গাছ রোপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়াও পার্কটি পর্যটকদের কাছে আকর্শনীয় করতে উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পার্কের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থাপনা ঘুরে দেখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু।

গাংনী নওয়াপাড়া বাজার কমিটির আয়োজনে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া বাজার কমিটির আয়োজনে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে ভাটপাড়া ফুটবল মাঠে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় এক দিকে অংশ গ্রহন করেন নওপাড়া বাজারের দক্ষিণ পার্শের ব্যবসায়ী

অপরদিকে অংশ গ্রহন করেন উত্তর পার্শের ব্যবসায়ী বৃন্দ।

৯০ মিনিটের খেলায় ১-১ গোলে ড্র করেন উভয় দলের খেলোয়াড়। মাঠের কানাই কানাই পূর্ণ হয়ে ফুটবল খেলা উপভোগ করেন ফুটবল প্রীয় দর্শক।

খেলা পরিচালনা করেন ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক আতিয়ার রহমান। তার সহযোগিতায় সহকারী ছিলেন আদিল আহমেদ ও আরিফুল ইসলাম। দুই দলের সমতা গোলে খেলা নিষ্পত্তি করা হলেও দুই দলের খেলোয়াড় দের মাঝে মেডেল ও ট্রফি বিতরণ করা হয়। ট্রফি বিতরণ করেন নওপাড়া বাজার কমিটির সভাপতি আবুল বাসার ও সাধারণ সম্পাদক আরাফাত হোসেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বাজার কমিটির সহ সভাপতি হেলাল আহমেদ, কৃতি ফুটবলার আসাদুজ্জামান চৌধুরী মুকুল,সাংবাদিক আকতারুজ্জামান, প্রবীণ ব্যাক্তিত্ব হাজি ইয়াকুব আলী,রকিবুল ইসলামসহ স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ।

ধারা বিবরনে ছিলেন ইয়ারুল ইসলাম,আরিফ ও জয়নাল আবেদিন। ট্রফি গ্রহন করেন দুই দলের অধিনায়ক মিরাজুল ইসলাম মিলন ও নাজমুল হক।

জাতীয়করণের দাবিতে গাংনীতে শিক্ষকদের মানববন্ধন

বেসরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল স্তরের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিএম কলেজ, ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (১৭ জুলাই) দুপুর পৌনে বারোটার দিকে গাংনী প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা মানববন্ধনে অংশ নেন।

গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে এবং রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক

মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে দাবী দাওয়া তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন, হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, জুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক আব্দুল করিম, সিএফএম মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক আল হেলাল ও গাংনী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক শফি কামাল কামাল পলাশসহ শিক্ষকবৃন্দ।

গাংনীতে গলায় ফাঁস দিয়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার দেবীপুর গ্রামে বসতঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে পানসোনা খাতুন (৬৫) নামের এক বৃদ্ধা আত্মহত্যা করেছে। তিনি দেবীপুর স্কুল পাড়ার আব্দুস সাত্তারের স্ত্রী। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, পানসোনা খাতুন মানসিক ভাবে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় ভুগছিলেন। গেল কয়েকদিন আগে চোখ অপারেশন করে আসার পর থেকে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি নিদিষ্ট কোন কারণ ছাড়াই মানসিক সমস্যার জন্য আত্মহত্যা করেছেন বলে এলাকাবাসীর ধারণা।

পানসোনা খাতুনের স্বামী আব্দুস সাত্তার বলেন, আমি সকাল বেলায় মাঠে ঘাস কাটতে গিয়েছিলাম; এরমধ্যে আমার এক ভাই এসে খবর দিলে বাড়ি ছুটে এসে দেখি ঘরের আড়ার সাথে ওড়না পেচিয়ে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পরে আমার এক নাতি হাঁসুয়া দিয়ে ওড়না কেটে মরদেহ নিচে নামায়।

এদিকে ঘটনাস্থলে মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) মোঃ আজমল হোসেন, গাংনী থানার (ওসি) তদন্ত মনোজিৎ কুমার নন্দী সহ পুলিশের একটি টিম উপস্থিত হয়েছেন।

গাংনীতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত শুভ মারা গেছে

গাংনী উপজেলার বামন্দী কাজিপুর সড়কের সাহেবনগর তালতলা নামক স্থানে দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঁঠাল গাছে ধাক্কা লেগে গুরুতর আহত ৩ কিশোরের মধ্যে শুভ হোসেন
(১৩) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে।

আজ সোমবার (১৭ জুলাই) সকালের দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে।
নিহত শুভ কাজিপুর হালসানা পাড়ার সৌদি প্রবাসী শিপন আলীর ছেলে।

এছাড়া একই গ্রামের স্বপন আলীর ছেলে জয় (১৪) এবং নওদাপাড়া গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে হাসিব (১৬) চিকিৎসাধীন রয়েছে।

গতকাল রবিবার (১৬ জুলাই) বেলা ১১টার দিকে সাহেবনগর তালতলা নামক স্থানে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, এক মোটরসাইকেলে ৩ জন দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঁঠাল গাছে ধাক্কা দেয়। ঘটনা স্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে বামন্দীর একটি ক্লিনিকে নেওয়া হয়। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শুভকে রাজশাহীতে এবং জয়কে কুষ্টিয়ায় রের্ফাড করা হয়েছে। শুভ’র হাতের একটি হাড় কাঁঠাল গাছের সাথে গেঁথে যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে দ্রুতগতির মোটরসাইকেল

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা; আহত ৩

গাংনী উপজেলার বামন্দী কাজিপুর সড়কের সাহেবনগর তালতলা নামক স্থানে দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঁঠাল গাছে ধাক্কা লেগে ৩ কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে।

আহতরা হলেন, কাজিপুর হালসানা পাড়ার শিপন আলীর ছেলে শুভ (১৩), একই এলাকার স্বপন আলীর ছেলে জয় (১৪) এবং নওদাপাড়া গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে হাসিব (১৬)।

আজ রবিবার (১৬ জুলাই) বেলা ১১টার দিকে সাহেবনগর তালতলা নামক স্থানে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, এক মোটরসাইকেলে ৩ জন দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঁঠাল গাছে ধাক্কা দেয়। ঘটনা স্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে বামন্দীর একটি ক্লিনিকে নেওয়া হয়। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শুভকে রাজশাহীতে এবং জয়কে কুষ্টিয়ায় রের্ফাড করা হয়েছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য হেলাল উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে ফেয়ার সমবায় সমিতির নামে ১৫ লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে কর্মীরা লাপাত্তা

মেহেরপুরের গাংনীর পোড়াপাড়া গ্রামে অফিস পরিচয় দিয়ে ১৫ লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিয়ে লাপাত্তা কয়েক ব্যক্তি। ফেয়ার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি নাম পরিচয়ে ঋণ দেওয়ার প্রলোভনে এ টাকা হাতিয়ে নেয় অজ্ঞাত কয়েক ব্যক্তি। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় পৃথক দুটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

জানা গেছে, গতকাল শনিবার (১৫ জুলাই) আনুষ্ঠানিকভাবে অফিস উদ্বোধন ও ঋণ বিতরণের কথা বলে পোড়াপাড়া গ্রামের একটি বাড়ির সামনে তৈরী করা হয় গেট। অফিসে রাখা হয় ডেকোরেশন থেকে আনা কয়েকটি টেবিল। তার উপরে কয়েকটি খালি ফাইল, রেজিস্ট্রার ও ফাইল বক্স। বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত সমিতির কর্মকর্তা পরিচয় দেওয়া ব্যক্তিরা এলাকায় থাকলেও সন্ধ্যার পর থেকে তাদের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

জানা গেছে, গাড়াডোব পোড়াপাড়া গ্রামের কথিত কবিরাজ শাবানা ওরফে পানসির বাড়ি ভাড়া নেওয়ার কথা বলে আস্তানা গাড়ে চার ব্যক্তি। যারা নিজেদেরকে ফেয়ার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির কর্মকর্তা পরিচয় দেন। বাড়ি ভাড়ার চুক্তিনামা করার আলোচনার মধ্য দিয়ে কেটে যায় কয়েকদিন। এ ফাঁকে তারা গাড়াডোব, আলমপুর, শ্যামপুর ও সাহারবাটিসহ বিভিন্ন গ্রামে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতে থাকেন। এক লাখ টাকা ঋণের বিপরিতে সঞ্চয় জমা করতে হবে ১২ হাজর টাকা। এমন শর্তে ওই গ্রামগুলোর অসংখ্য মানুষ অজানা-অচেনা মানুষগুলোর হাতে তুলে দেয় টাকা। এলাকার মানুষের মৌখিক হিসেবে এ টাকার পরিমাণ ১৫ লক্ষাধিক বলে জানা গেছে।

টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ফাঁদে পড়া উল্লেখ গাড়ডোব গ্রামের জলিবিল পাড়ার আলমগীর হোসেন বলেন, বুধবার (১২ জুলাই) আমাদের পাড়ায় এক ব্যক্তি গিয়ে ওই সমবায় সমিতির পরিচয় দিয়ে ঋণ দেওয়ার প্রলোভন দেয়। পানসি কবিরাজের বাড়িতে ১০ লাখ টাকা সিকিউরিটি দিয়ে তারা অফিস নিয়েছেন বলে জানায় আমাদের। ঋণ পাওয়ার জন্য আমরা লাখ প্রতি সাড়ে ১১ হাজার করে টাকা দেই।

একই অভিযোগ করে গাড়াডোব জলিবিল পাড়ার আরেক ভুক্তভোগী সবজি ব্যবসায়ী বকুল হোসেন জানান, বৃহস্পতিবার রাত থেকে সমিতির লোকের মোবাইল ফোন বন্ধ পেয়ে শুক্রবার সকালে পানসি কবিরাজের বাড়িতে যায়। সেখানে গিয়ে দেখি একটি গেট তৈরী করা হয়েছে। তবে অফিসের কাউকে পাওয়া যায়নি।

পরিচয় নিশ্চিত আর জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া কিভাবে ঘর ভাড়া দিলেন জানতে চাইলে পানসি কবিরাজ বলেন, চার জন লোক বুধবারে (১২ জুলাই) আমার বাড়িতে এসে ঘর ভাড়া নেওয়ার আলোচনা করে। কাগজপত্র এবং তাদের ছবিসহ ঘরভাড়া চুক্তিনামা করতে বলে তারা শনিবার (১৫ জুলাই) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সব সম্পন্ন করবে মর্মে আশস্থ করে। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার তারা আমার ঘরে ডেকেরেশন থেকে চেয়ার টেবিল নিয়ে এসে

ঘরে রাখে। ডেকোরেশনের লোকজন বাড়ির প্রবেশ মুখে গেট করে দেয়। এর পর থেকে তাদের আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে ভুক্তভোগীরা সাধ্যমত চেষ্টা করেও ওই সমবায় সমিতির কর্মকর্তা পরিচয় দেওয়া ব্যক্তিদের হদিস পাচ্ছেন না। পরে শনিবার আলমপুরের এক ভুক্তভোগী মেহেরপুর সদর থানায় এবং গাড়াডোব গ্রামের এক ভুক্তভোগী গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, বিষটি তদন্ত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে পেশাদার দুই ছাগল চোর আটক

কখনো ইজিবাইক নিয়ে, কখনো মোটরসাইকেলে চড়ে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় বিভিন্ন এলাকায় ছাগল চুরি তাদের পেশা। দুজনেই প্যান্ট পরে ছাগল বিক্রি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক হয়েছেন পেশাদার দুই ছাগল চোর। ছাগল চোরদের স্থানীয় জনতা আটক করে তুলে দিলেন পুলিশে।

আটক দুই চোর হলেন গাংনী উপজেলার রামদেবপুর গ্রামের আশাদুল ইসলামের ছেলে পারভেজ হোসেন (২০) ও একই গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে রনি আহম্মেদ (২৫)।

আজ রবিবার (১৬ জুলাই) সকালের দিকে এই দুই পেশাদার ছাগল চোর একটি ছাগল বিক্রি করতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়ে। পরে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশের হাতে সোপর্দ করেন।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) তৌহিদুল ইসলাম বলেন, প্যান্ট পরে এই দুই চোর একটি ছাগল খাঁসমহল গ্রামে বিক্রি করতে যায়। তাদের দুজনের প্যান্ট পরা দেখে সন্দেহ হয়। তাদের বিভিন্নভাবে জেরা করার এক পর্যায়ে চুরি করা ছাগল বলে স্বীকার করে। পরে তাদের দুজনকে আমাদের হাতে তুলে দেন স্থানীয়রা। তাদের দুজনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগে মামলা দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

আফ্রিকাতে নিহত শফিকুলের মরদেহ গাংনীতে পৌছেছে

দক্ষিণ আফ্রিকাতে নিহত গাংনী উপজেলার কাষ্টদহ গ্রামের শফিকুল ইসলামের (৪৫)মরদেহ আজ রবিবার সকাল সাড়ে ৮ টার সময় নিজ গ্রামে এসে পৌছেছে।

শফিকুল ইসলাম কাষ্টদহ গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে।

শফিকুল ইসলাম ১৩ বছর কাতারে থাকার পর বাড়ি ফিরে আসেন। এর পর আবারো দক্ষিণ আফ্রিকাতে যান। সেখানে প্রায় ১২ বছর অবস্থান করছেন।

নিহত শফিকুল ইসলামের বোন জানান, দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু সন্ত্রাসীদের সাথে গ্যানজাম হওয়ার কারনে তাকে গলাই তার জড়িয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে বলে শুনেছি। গত ৯ জুলাই এই ঘটনা ঘটে। মরদেহ আসার পর আমরাও দেখেছি তার গলায় তার জড়ানো দাগ রয়েছে।